অভিমত

প্রসঙ্গ : হোমিও শিক্ষকদের মানবেতর দিনকাল

মু. জোবায়েদ মল্লিক বুলবুল

অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান এ মৌলিক অধিকারগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকার। ভৌগোলিক সীমানায় বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিক মৌলিক চাহিদাগুলো ভোগ করবে এটাই স্বাভাবিক। সরকার বা সরকার যারা পরিচালনা করেন তারাও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিমগ্ন। রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যে সরকারই হোক না কেন প্রত্যেকেই ওই মন্ত্র আওড়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের অনেক শাখা-প্রশাখাগুলোতেই এখনও মৌলিক অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটি দুঃখের, বেদনার এবং ব্যর্থতার পরিচায়ক।

সরকার সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সামাজিক আন্দোলনে নেমেছে। কথায় আছে- 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সহায় তাই সয়।' তাই তো বলা হয়, 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।' স্বাস্থ্য ভাল থাকলে যে কোন কিছুই মিষ্টি মধুর লাগে। আমাদের দেশের স্বাস্থ্যসেবায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক স্বীকৃত ৪টি পদ্ধতি চালু রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা কমবেশি অবগত। আয়ুর্বেদিক ও ইউনানী বিষয়ে তেমন অবগত নই। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের গ্রাম-গঞ্জের খেটে খাওয়া অধিকাংশ মানুষ অবগত। মূলত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিই পাড়া-গাঁওয়ের অগণিত মানুষকে ভণ্ড ওঝা, ফকির, কবিরাজের ঝাঁড়-ফুঁক আর পানিপড়া থেকে আধুনিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। অথচ সেই হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়নে সরকারের ভাবনা নেই, বাজেট নেই, নেই ন্যূনতম সামাজিক মর্যাদা। হোমিওপ্যাথিকে বলা হয় পরিবারের চিকিৎসা পদ্ধতি।

সম্প্রতি জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় স্বাস্থ্য বাজেট ও স্বাস্থ্যনীতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে দেশের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ওই বৈঠকে দেশের প্রথিতযশা গবেষক, চিকিৎসক, সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট পেশা ও বিভিন্ন পেশাজীবীর প্রতিনিধিরা মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করেন। তারা সবাই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়নে ১৫ দফা সুপারিশমালাকে সমর্থন করেন। হোমিওপ্যাথিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের ওই ১৫ দফা দাবির বিষয়ে আমার এ লেখা নয়। আমার বিষয়টা অন্যত্র।

যে কোন বিষয়ে সমৃদ্ধি অর্জনে শিক্ষা ও পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞান অত্যাবশ্যক। হোমিওপ্যাথিকের উন্নয়নেও আমি মনে করি শিক্ষাটা জরুরি।

দেশে হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রি কলেজ ((BHMS) রয়েছে ৩টি। এর মধ্যে ১টি সরকারি অন্য দুটি বেসরকারি পর্যায়ে। হোমিওপ্যাথিক বোর্ড নিয়ন্ত্রিত ডিপ্লোমা কলেজ রয়েছে ৩৮টি। ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের ১৯৯৮ সালের জরিপ অনুযায়ী জাতীয় স্বাস্থ্য সেবায় দেশের জনগণের মাত্র ৪২ ভাগ স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পাচ্ছে। এরমধ্যে ৯ ভাগ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করছেন। ৫৮ ভাগ মানুষ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অবশিষ্ট ৪২ ভাগ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সরকারের মোট স্বাস্থ্য বাজেট প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ব্যাচেলর অফ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি (BHMS) রেজিস্ট্রার্ড হোমি হোমিওপ্যাথির উন্নয়নে ব্যয় হওয়ার কথা ১২শ' কোটি টাকা। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রায় ৮শ' এবং ডিপ্লোমা অফ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি (DHMS) রেজিস্ট্রার্ড হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। এছাড়া প্রায় ৫০ হাজার প্রশিক্ষিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নিজ নিজ উদ্যোগে বেসরকারি পর্যায়ে জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এ বিশাল স্বাস্থ্যকর্মীর কর্মকাণ্ড বলতে গেলে সরকারের দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়েছে।

চিকিৎসা একটি জনসেবামূলক পেশা। আমাদের শরীরটাকে ঠিকঠাক রাখতে চিকিৎসকরা দিনরাত পরিশ্রম করে থাকেন। কিন্তু চিকিৎসক যদি নিজেই অসুস্থ বা অভুক্ত থাকেন তাহলে তার কাছ থেকে আমরা কী স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারি- তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। শিক্ষক যদি জঠর জ্বালায় ভোগেন তাহলে তার কাছ থেকে সুশিক্ষা আশা করা বাতুলতা মাত্র। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টারগুলোর নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকরা যে বেতন-ভাতা বা সুবিধা পেয়ে থাকেন দেশের ৩৮টি হোমিও ডিপ্লোমা কলেজের প্রায় ৬শ' শিক্ষক সে পরিমাণ বেতন-ভাতাও পাচ্ছেন না। জনসেবক তৈরি করতে যারা পরিশ্রম করছেন সেসব শিক্ষকের পেটে তেলাপোকা দৌড়াচ্ছে- এটা এই সময়ে কতটা যুক্তিগ্রাহ্য তা সবার কাছেই অনুমেয়। টাঙ্গাইল হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতালের প্রভাষক আমার বন্ধুবর ডা. কায়েম উদ্দিন কাইয়ুম উপরিউল্লিখিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আলাপচারিতায় তিনি জানালেন, কলেজের শিক্ষকদের অসহায়ত্বের কথা। শিক্ষার্থীদের দেয় বেতনের কিয়দংশ শিক্ষকদের সম্মানী হিসেবে দেয়া হচ্ছে। যা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তিনি জানালেন, সরকার মাত্র ১শ' কোটি টাকা বার্ষিক বরাদ্দ দিলে হোমিওপ্যাথির যুগান্তকারী উন্নয়ন ঘটান সম্ভব। এতে ৩৮টি কলেজের শিক্ষকরা অন্তত খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে। তার কথা শুনে কপালের ভাঁজ দেখে শঙ্কিত না হলেও উদ্বিগ্ন হলাম। ওই বৈঠকের আলোচনায়ও বিষয়টি ওঠে এলো আরও কঠোর-নির্মমভাবে।

মাত্র ১শ' কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলে যদি শিক্ষকরা ন্যূনতম সুবিধা পায় তাহলে সেবাধর্মী এ খাত সরকারের অবহেলায় কেন? জাতীয় স্বাস্থ্য বাজেট থেকে দেশের ৩৮টি হোমিও ডিপ্লোমা কলেজের শিক্ষকদের জন্য মাত্র ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া তেমন কঠিন নয়। এরপর তাদের সামাজিক মর্যাদার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট হলো, হোমিও কলেজ থেকে ডিগ্রি অর্জন করে ডাক্তাররা সরকারি হাসপাতালগুলোতে চাকরির সুযোগ পান না। চাকরির সুযোগ না থাকায় হোমিও কলেজগুলোতে মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে চায় না। যেখানে ভর্তি এক ধরনের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে সেখানে হোমিও কলেজে শিক্ষার্থীর কোটা থাকছে অপূর্ণ।

১৭৯০ সালে ডা. স্যামুয়েল ক্রিশ্চিয়ান ফেড্রিক হ্যানিম্যানের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আর্ত-মানবতার সেবায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, জার্মানি, জাপান, ইংল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তানসহ বিশ্বের অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সমধিক গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে সরকারের অবহেলার শিকার চিকিৎসা ব্যবস্থার এ খাতকে গণমুখী, আধুনিক, যুগোপযোগী করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে জাতীয় স্বাস্থ্য বাজেট হোমিওপ্যাথিক খাতে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া নিজেদের স্বার্থেই প্রয়োজন।

(লেখক : সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত)